INDEX

Date. Page.

The 9th August, 1975.

1. Government Business (Motion). 1

2. Reporting and laying of the message of the Rajya Sabha Secretariat regarding ratification of the Constitution (Fortieth Amendment) Bill, 1975. 1

3. Government Resolution. 2

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on Saturday, the 9th August, 1975 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker was in the Chair, the Chief Minister, 6 Ministers, 3 Ministers of State, Deputy Speaker, 1 Deputy Minister and 31 Members.

GOVERMENT MOTION.

Mr. Speaker :—Now the business before the House is Government Motion. I would request Shri D. K. Choudhury, Minister-in-charge of the Parliamentary Affairs to move his Motion.

Shri D. K. Choudhury :— Mr. Speaker, Sir, I beg to move—

"That this House resolves that the current session of the Tripura Legislative Assembly being in the nature of an emergent session to transact certain urgent and important Government business, only Government business be transacted during the session and no other business whatsoever including questions, calling attention and any other business to be initiated by a private member be brought before or transacted in the House during the session and all relevan rules on the subject in the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly be hereby stand suspended to that extent."

(The Motion was put to voice vote and passed unanimously).

REPORTING AND LAYING OF THE MESSAGE OF THE RAJYA SABHA SECRETARIAT REGARDING RATIFICATION OF THE CONSTITUTION (FORTIETH AMENDMENT) BILL, 1975.

Mr. Speaker :— Now, I call on the Secretary, to report and lay the message of the Rajya Sabha Secretariat regarding ratification of the Constitution (Fortieth Amendment) Bill, 1975.

Mr. Secretary :— Mr. Speaker, Sir, in pursuance of Rule 86(2) of the Rules of procedure and conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly. I beg to report to the House that I have received a message from Rajya Sabha Secretariat regarding ratification of the Amendment to the Constitution of India proposed to be made by the Constitution (Fortieth Amendment) Bill, 1975 as passed by the two Houses of Parliament together with copies of the Bill, as introduced Lok Sabha and as passed by the Houses of Parliament.

I beg to lay a copy of each of these documents on the Table of the House,

Mr. Speaker :— I would like to inform that copies of all these documents have already been circulated the members for their information.

GOVERNMENT RESOLUTION

Mr. Speaker:—Now the business before theHouse is the Government Resolution regarding ratification of 'The Constitution (40th Amendment) Bill, 1975.' I would request the law Minister to move his resolution.

Shri M. R. Nath (Law Minister)—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to clause (2) of Article 368 thereof, proposed to be made by the Constitution (Fortieth Amendment) Bill, 1975 as passed by the two Houses of Parliament and the short title of which has been changed into "The Constitution (Thirtyninth Amendment) Act, 1975."

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় :—Fortieth Amendment Bill, 1975passed by both the House of Parliament. The Bill seeks to substitute a new article 71 of the Constitution. এই যে ফোরটিথ্ অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল, ১৯৭৫, এটা পার্লামেন্টের উভয় হাউসেই গ্রহণ করেছে এবং ৭১ আর্টিকেলটাকে সাবষ্টিটিউট করতে চাইছে। ৭১এ আছে প্রেজেন্ট কনষ্টিটিউশনে Matter relating to or connected with the election of a President or Vice-President. প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস-প্রেসিডেন্ট ইলেকশান সংক্রান্ত ব্যাপারে আর্টিকল ৭১ এ উল্লেখ আছে এবং যদি কোন ডিস্‌পুট অ্যারাজ করে তা সুপ্রীম কোর্টে বিচারের বিষয় বলে উল্লেখ আছে। বর্তমান অ্যামেণ্ডমেন্ট সেই প্রস্তাব করা হয়েছে। এই ৭১ অ্যারটিকেলকে সাবষ্টিটিউট করে নূতনভাবে একটা আর্টিকেল সংযোজন করা হোক। তারপর আসছে 'দি বিল ফারদার সিক্‌স্ টু অ্যামেণ্ড দি প্রভিশান অব আর্টিকল। সেখানে আসছে আর্টিকল ৩২৯ ইনসার্টিং দি নিউ আর্টিকল ৩২৯(এ) অব দি কনষ্টিটিউশান। সেখানে আসছে আর্টিকল ৩২৯ অ্যামেন্টমেণ্ড হবে এবং নূতনভাবে ৩২৯(এ) নামে নূতন একটা আর্টিকল সংযোজিত হবে। ৩২৯ এ আছে বার টু ইনটারফিয়ারেন্‌স বাই কোর্টস ইন ইলেকটর‍্যাল ম্যাটারস। যেমন ডিলিমিটেশান ইত্যাদি আছে তা কোর্টের বিচারের ব্যাপার নয়, ৩২৯ এ আছে যে হাউস অব পিপল বা রাজ্য সভার কোন ইলেকশান সংক্রান্ত ব্যাপার হাইকোর্টের এক্তিয়ারভুক্ত নয়, নির্বাচন সংক্রান্ত কোন ডিসপুট রাখতে হলে হাইকোর্টের এক্তিয়ারভুক্ত হবে না।

আওার আর্টিক্যাল ৩১ (বি) যে নাইনথ সিডিউল আছে, এই সিডিউলের অন্তর্গত এন্‌ট্রি নাম্বার ৮৬'র পরে এবং ৮৮'র পূর্বে কতকগুলি এ্যাক্ট সংযোজিত হবে। মোটামোটি এই আর্টিক্যালগুলি এ্যামেণ্ডমেণ্ট হচ্ছে। মেইন পারপাস অব দি এ্যামেণ্ডমেণ্ট এবং তার অবজেক্টা কি? মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের প্রেসিডেন্ট বা ভাইস প্রেসিডেন্ট এর নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন ডিসপুট এ্যারাইজ করলে, সুপ্রীম জুরিসডিকশানে ছিল এবং প্রাইম মিনিষ্টারের নির্বাচন নিয়ে কোন ডিসপুট এ্যারাইজ করলে পিপলস রিপ্রেজেন্‌টেটিভ এ্যাক্ট ১৯৫

অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের বিচার্য্য বিষয় ছিল। বর্তমানে সংবিধান সংশোধনী বিল র‍্যাকটিফাই করার ফলে এইসকল ডিসপুট অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, প্রাইম মিনিষ্টার এবং স্পীকার এর নির্ব্বাচন নিয়ে একটা ডিসপুট যদি উপস্থিত হয়, তা কোন কোর্টের বিচার্য্য বিষয় হবে না, কোর্টের বিচার বহির্ভূত থাকবে। যদি কোন ডিসপুট এ্যারাইজ করে, তাহলে পার্লামেন্ট আইনের বলে ফোরাম হবে বা অথরিটি বা বডি ফরম হবে, তারা ইলেকশান ডিসপুট নিয়ে বিচার বিবেচনা করতে পারবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভারতবর্ষ একটা বিরাট-বিশাল রাষ্ট্র তার প্রেসিডেন্ট বা ভাইস প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন ফাষ্ট সিটিজেন অব ইণ্ডিয়া সাংবিধানিক প্রধান, ভারতের সর্ব্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত। তেমনি প্রাইম মিনিষ্টার আমাদের রাষ্ট্রের কর্ণধার, সর্ব্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত, তেমনি ভারতের পার্লামেন্টের যিনি অধ্যক্ষ, তিনি অতি সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত, তাঁদের নির্ব্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন মকদ্দমা সুপ্রীম কোর্ট বা হাইকোর্টে যাবে না, যাওয়া ঠিক হবে না। তাই আজকে এই সংশোধনী এসেছে পার্লামেন্ট আইন বলে যে ফোরাম হবে বা অথরিটি বা বডি হবে, তারা সেই সমস্ত বিচার বিবেচনা করবেন। কিন্তু কোর্টে যেতে হবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সমস্ত হাই ডিগনিটারীজদের কোর্টে যেতে হলে নানারকম অসুবিধা আছে, তাঁদের ডিগনিটি বা সম্মান দেওয়া হয় না। আমরা কিছুদিন আগে জানি আমাদের প্রধানমন্ত্রী নির্ব্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে এলাহাবাদ হাইকোর্টে গিয়েছিলেন, সেখানে একজন আততায়ী উপস্থিত ছিলেন, যে কোন সময়ে যে কোন ঘটনা ঘটতে পারত এই দিকগুলি বিবেচনা করে এই সংবিধানিক সংশোধন করা হচ্ছে। অধিকন্তু বর্তমান সংশোধনীতে আরও আছে যে কোন রকম প্রসিডিংস বা মকদ্দমা নিষ্পত্তি যদি না হয়ে থাকে, সেই সমস্ত মকদ্দমাও বাতিল হয়ে যাবে। বর্ত্তমান অবস্থায় যদি কোন হাইকোর্টে বা সুপ্রীম কোর্টে কোন মকদ্দমা পেণ্ডিং থাকে, তাহলে তা বাতিল হয়ে যাবে। অধিকন্তু আরেকটা সংশোধনী এসেছে, পার্লামেন্টের আইনের বলে গঠিত ফোরাম বা বডি যে হবে, সেই সম্পর্কে আদালতে যাওয়া চলবে না। আরও একটা সংশোধনী এসেছে, আর্টিক্যাল ৩১ (বি)'র নাইনথ সিডিউল সম্পর্কে, উক্ত সিডিউল অন্তর্গত এন্ট্রি নাম্বার ৮৬'র পরে ৮৭'র পূর্ব্বে, ১২৬ নাম্বার পর্য্যন্তর এন্ট্রি সংযোজিত হবে। তাতে আছে ল্যাণ্ড রিফর্ম্স এ্যাক্ট, এগ্রিকালচারেল ল্যাণ্ড হোলডিং এ্যাক্ট, পিপলস রিপ্রেজেন্টেটিভ এ্যাক্ট, মিসা এ্যাক্ট আছে, এর মধ্যে ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রিফর্মস থার্ড এমেণ্ডমেন্ট এ্যাক্টও আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের দেশ স্বাধীন হয় ১৯৪৭ সনে, তারপর আমাদের সংবিধান রচিত হয় এবং সেই সংবিধান ১৯৪৯ সনের নভেম্বর মাসের মধ্যে আমাদের সংবিধান রচিত হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেই সংবিধান রচিত হয়েছে। আমাদের সংবিধান অত্যন্ত লিবারেল এই বিষয়ে সন্দেহ নেই কিন্তু সময়ের পরিবর্তন বা সমাজের পরিবর্ত্তন, দৃষ্টিভংগীর পরিবর্ত্তন, এই সমস্ত কিছু সঙ্গে সংগতি রেখে সংবিধান সংশোধন করতে হচ্ছে। আমাদের সংবিধান হয়তো আরও সংশোধন করতে হবে। দেশের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে। সুতরাং আমি বলব এই যে সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাব সেটা র‍্যাটিফিকেশনের জন্য হাউসের সামনে রাখা হয়েছে, আশা করি তা হাউস অনুমোদন দেবেন।

আর একটা কথা আমার বলতে হয়, আমাদের সংবিধানে রাইট সম্পর্কে লেখা আছে কিন্তু রেস্পনসিবিলিটি সম্পর্কে নাই। সুতরাং সেই দিকেও আমাদের চিন্তা করা দরকার। হয়ত আগামী দিনে সেই রেস্পনসিবিলিটির কথাও আসতে পারে। সুতরাং আমি হাউসের কাছে এই আবেদন রাখব যে আমি যে রিজলিউশান রাখছি তাকে আপনারা অনুমোদন দিবেন।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় আইন মন্ত্রী যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন এই প্রস্তাব আমরা সমর্থন করতে পারছি না। সমর্থন করতে পারছি না এই জন্য যে এই আইনের বলে আমাদের ভারত যে ভারতকে আমরা বলি বিশ্বের একটা বৃহত্তর গণতান্ত্রিক দেশ, সেই গণতন্ত্র যদি খর্ব হয় তাহলে বিশ্বের কাছে আমাদের ভারত একটা হেয় প্রতিপন্ন হবে। কাজেই সেই দিক থেকে গণতন্ত্রের উপর যাতে আঘাত না হয়। প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রধান মন্ত্রী, এইগুলি হল আমাদের ভারতের সর্ব্বোচ্চ পদ এবং যারা এই পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন তারা ভারতের সর্ব্বোচ্চ আসনে বসবেন, তারা এমন লোক হওয়া চাই, নির্ব্বাচনের আগেই তো আর কেউ প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী হন না, যাতে এই পদে যারা অধিষ্ঠিত থাকবেন তারা এমন লোক দাঁড়াবেন এবং ভারতবর্ষের কাছে এবং বিশ্বের কাছে যাদের সম্মান আছে সেইসব লোক থাকবে। সেই সম্পর্কে কোয়ালিফিকেশান নির্দ্ধারিত কিভাবে থাকবে তা পরিষ্কার নয়। কাজেই এই সম্পর্কে নির্দ্ধারণ করতে হলে কোর্টের বা বিচার বিভাগের ক্ষমতা থাকা দরকার। কাজেই বিচার বিভাগের ক্ষমতা যদি খর্ব্ব করা হয় তাহলে কি করে এটা থাকে আমি বুঝতে পারি না। কাজেই গণতন্ত্রকে খর্ব্ব করে এই যে প্রস্তাব আইন মন্ত্রী এনেছেন সেটাকে সমর্থন করতে পারছি না আমরা। আইনের চোখে আমরা সবাই সমান। নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে, আমি আগেই বলেছি প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রধান মন্ত্রী, কি অধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হন না। কাজেই নির্বাচনের পরেই সেটা ঠিক হয় কে এই পদে নিযুক্ত হবেন। কাজেই তার আগে ভারতের যে কোন ব্যক্তি যদি উপযুক্ত মনে হয়, তাকে নির্ব্বাচিত করা হয়। কাজেই তার আগে আইনের চোখে সবাই সমান। কাজেই সুপ্রীম কোর্টের এই চারটা পদের উপর যদি অধিকার না থাকে বিচার করার তাহলে আইনের চোখে আমরা সবাই সমান, এই কথাটা থাকছে না। কাজেই ভারতের যে গণতন্ত্র আমরা দাবী করি বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র বলে সেই দিক থেকে আমরা মনে করি যে আমরা বিশ্বের কাছে হেয় প্রতিপন্ন হব। সেটা বিবেচনা করে আমরা প্রস্তাবটা সমর্থন করতে পারছি না।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পার্লামেন্টের দুইটি হাউসে সংবিধানের ৩৯তম সংশোধনী গৃহীত হয়েছে এবং সেই সংশোধনী এখানে র‍্যাটিফিকেশান করার জন্য মাননীয় আইন মন্ত্রী যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, আমি সর্ব্বান্তকরণে সেই প্রস্তাব সমর্থন করি। সমর্থন করি এইজন্যে যে আমাদের দেশে চিরকালই এই তাগিদটা ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে গত বেশ কিছু সময়'এর মধ্যে, স্বাধীনতার পর, সমাজের কন্টেন্টের বিষয় বস্তুর মধ্যে যে সমস্ত বিরোধ এবং পরিবর্ত্তনগুলি অত্যন্ত প্রকটভাবে প্রতিপন্ন হয়ে এসেছে, সেই কন্টেন্টের এই পরিবর্ত্তন দাবী করছে আমাদের সংবিধানের স্ট্রাকচারের কিছু কিছু পরিবর্তন। স্বাভাবিকভাবে যে কোন বস্তু বা যে কোন সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনটা আসে।

কনটেন্ট থেকে, তার মধ্যে পরিবর্তন যখন সুচিত হয় এবং সেই পরিবর্তন যখন একটা একিউট রূপ নেয়, ক্লাইমেক্সের রূপ নেয়, তখন সামাজিক পরিবর্তন আসে। যেমন পাখীর ডিম পাখীর ডিমের উপরের সাদা আবরণ দিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত ডিমের আভ্যন্তরীন কনটেন্ট বা বিষয়বস্তু চাপা দিয়ে রাখতে পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই ডিমের কুসুমগুলি কুসুম হিসেবেই থাকে, কিন্তু এরপর পরিবর্তন যখন সুরু হয় এবং যখন কুসুমগুলি পাখীতে রূপান্তরিত হয়ে যায়, সেই ভিতরের পাখীটাকে উপরের সেই পুরানো আবরণ আর চেপে রাখতে পারেনা, সেই আবরণটা যখন তার পরিবর্তনের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তখন সেই ভিতরের পাখীটা ডিমের উপরের সুপার ষ্টাকটারটা বা ফরমটা ভেঙ্গে ফেলে। এইভাবে বস্তু জগতেও পরিবর্তন আসে, সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেও পরিবর্তন আসে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় যে সমস্ত পরিবর্তন সুচিত হয়েছে, গত কয়েক বছরের মধ্যে এবং যেগুলি একটা একিউট রূপ নিয়েছে, সেই সমস্ত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আজকে যে চাহিদা, সেইদিক থেকে এই ৩৯তম সংবিধান সংশোধনের যে ধারা, সেই ধারা অনেকাংশে পুরণ করেছে এইজন্যই এই প্রস্তাব আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি। প্রশ্ন হচ্ছে—এর বিষয় বস্তু হল প্রধান মন্ত্রীর নির্বাচন, রাষ্ট্রপতির নির্বাচন, উপ-রাষ্ট্রপতির নির্বাচন, এবং পার্লামেন্টের স্পীকারের নির্বাচন—এই সমস্ত উচ্চ পদগুলির নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন ডিসপিউট যদি উপস্থিত হয়, সেই ডিসপিউটের কে বিচার করবে? পার্লামেন্টের নির্বাচিত কোন সংস্থা না আইন বিভাগ? স্বাভাবিকভাবে আমাদের দেশের চিরাচরিত ট্রেডিশান হিসেবে আমাদের দেশের বিশেষভাবে ইনটেলিজেনশিয়া যেভাবে চিন্তা, চেতনায় অভ্যস্ত, সেই চিন্তা চেতনার একটা অংশের মধ্যে এই জিনিষগুলি একটা আঘাত সৃষ্টি করেছে। আমি সেই সমস্ত লোকদের মানসিক আঘাতের জন্য কোন রকম চিন্তান্বিত নই। যারা অত্যন্ত সচেতনভাবে ভারতবর্ষের বর্তমান পরিবর্তনকে বাধাপ্রাপ্ত করার জন্য এবং ভারতবর্ষের যে সমস্ত গণতান্ত্রিক অগ্রগতির সুচনা সৃষ্টি হয়েছে তাকে পরাস্ত করার জন্য ভারতবর্ষে একটা ফ্যাসিবাদ কায়েম করার জন্য যারা—আমাদের দেশেরই লোক আর বিদেশেরই হোক, যে সমস্ত শক্তি সচেতনভাবে সচেষ্ট তাদের যে সমস্ত চিন্তা চেতনা, তারজন্য মোটেই আমি চিন্তান্বিত নই, কিন্তু আমাদের দেশে ইন-টেলিজেনসিয়া, শিক্ষিত সেকশান যারা ডেমোক্রেসী সম্পর্কে একটা অ্যাবসোলিউট ধারণা পোষণ করে, সেই সমস্ত শিক্ষিত সেকশানের কোন কোন অংশের মধ্যে এই নুতন পরিবর্তন যেটা সুচিত হচ্ছে সেটা কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে এবং সেই বিভ্রান্তিকে চাড়া দিচ্ছে বিদেশী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের প্রচার যন্ত্র 'ভোয়া' এবং ব্রিটিশ প্রচার যন্ত্র বি, বি, সি, এবং মাও-সে-তুং এর চীন থেকে প্রচার যন্ত্র এইগুলি অনবরত চীৎকার দিচ্ছে ভারতবর্ষে গণতন্ত্র বিপন্ন। প্রধান মন্ত্রীর নির্বাচনের কোন বিচার হতে পারবে না, প্রেসিডেন্টের নির্বাচনের কোন বিচার হতে পারবে না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি সেই সমস্ত লোককে জিজ্ঞাসা করি ভারতবর্ষের পার্লামেন্টে যে ৫০ থেকে ৫৫কোটি লোকের ভোটে নির্বাচিত সংস্থা, সেই সংস্থা যখন সর্বসম্মতি-ক্রমে এই আইডিয়া, এই সংবিধান সংশোধনটা গ্রহণ করেছে, এটাকে তারা গণতন্ত্রের প্রতীক হিসাবে দেখেন না? ভারতবর্ষের মত একটা দেশে প্রধানমন্ত্রী এবং আরও আমি বলতে চাই পার্লামেন্টে আজকে এই বিষয়ের উপর যে ভোট হয়েছে, অনেকে প্রচার করছে যে এমার-

জেনসীর মধ্যে ভোট। কিন্তু এমারজেনসী তো কোন বাধা সৃষ্টি করছে না বিরোধীদের ভোট দেওয়ার জন্য। পক্ষে যারা ভোট দিতে চান তাদেরও কোন বাধা নেই, বিপক্ষে যারা ভোট দিতে চান তাদেরও কোন বাধা নেই। তবে ভারতবর্ষের ৫৫ কোটি লোকের ভোটে নির্বাচিত নির্বাচিত পার্লামেন্ট ৩৫৬-০ ভোটে এই যে সংশোধনীটা পাশ করল তার মধ্যে গণতান্ত্রিক কোন ইঙ্গিত দেখলেন না। এরা দেখবেন না, এরা দেখতে চান না। কাজেই ওদের সম্পর্কে কোন বক্তব্য নাই। বক্তব্য হল যারা এই সমস্ত প্রচার যন্ত্রের প্রচারে বিভ্রান্ত হচ্ছে তাদের সম্পর্কে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, গণতন্ত্রের এই ফর্মটাকে শুধু দেখলে হবে না। গণতন্ত্রের কনটেন্টসকেও দেখতে হবে। আমাদের দেশে বিচার বিভাগের উপর কিছুটা রেসট্রিকশান, আমাদের দেশে আদালতের উপর কিছু, হাইকোর্টের উপর, সুপ্রীম কোর্টের উপর কিছু রেসট্রিকশান, মনে হচ্ছে যেন গণতন্ত্র বিপন্ন। কিন্তু আমাদের ঐতিহাসিকভাবে বলতে চাই যে আমাদের দেশে মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত যে সমস্ত প্রশ্ন ইদানীংকালে সেই সমস্ত মৌলিক অধিকার সংশোধনের প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সম্পত্তির অধিকার মৌলিক অধিকার, যদি বলা হয় সম্পত্তির অধিকার মৌলিক অধিকার যা এই সংবিধান সংশোধনীতে আছে তাহলে এই কথাই বলতে হবে যে সম্পত্তি না থাকাটাও এক জনের মৌলিক অধিকার। বিরলা, টাটা, ডালমিয়া তাদের সম্পত্তির অধিকারও মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত থাকে। ক্ষেত মজুর, যে সমস্ত সাধারণ শ্রমিক আছে তাদের সম্পত্তি না থাকাটাও একটা মৌলিক অধিকার। এই ভাবনাতেই আমরা অভ্যস্ত। একটা ছেলে তার বয়স যদি ১৮ বছর হয়, তার হাতে যদি একটা ঘড়ি থাকে, তার চোখে যদি একটা চশমা ভাল ফ্রেমের থাকে, তার জামাটা যদি ইস্ত্রী করা থাকে তবে আমরা তাকে আমাদের বাঙ্গলা ভাষায় অত্যন্ত সম্ভ্রমভাবে তিনি বলে সম্বোধন করতে বাধ্য হই। আরেকটা লোক, ৬০ বছর যদি তার বয়স হয়, যেহেতু তার গায়ে একটা ছেড়া গেঞ্জি, তাও কোন না কোন রেডিও কোম্পানীর সাল মারা গেঞ্জির মধ্যে, সে মাষ্টারি করে না, তার চশমাও নেই, ঘড়িও নেই, তাকেও আমরা তুমি বলে বলি, এটাই আমাদের সাধারণ চিন্তাধারায় ডেমক্রেসী সম্পর্কে ধারণা। আর কোন অবস্থায় যদি বলা হয় যে একটা ইস্ত্রি করা জামাওয়ালা হোক, আর রিকসাওয়ালাই হোক, তাদের সম্মানাত্মক সম্বোধন করতে হবে, তাহলে এক শ্রেণীর লোক চিৎকার করে উঠবে যে আমাদের দেশের গণতন্ত্র বিপন্ন। কাজেই এই ধরণের গণতন্ত্র বিপন্নের প্রশ্ন সম্পর্কে ঐ সমস্ত ভদ্রলোকদের আমি সচেতন করে দিতে চাই যে গণতন্ত্র কোন ফরম নয়, কোন ব্যক্তির জন্য নয়। আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাজারিবাগ জেলে আমরা দেখেছি বেশ কিছু সংখ্যক লোক, সাধারণ ক্ষেত মজুর অর্থাৎ বর্গাদার, আজকে ৭।১০।১৫ বছর যাবত জেলে আছে, ডাকাতির মামলার আসামী, তাদের জিজ্ঞাসা করলাম কি হয়েছে বললে জমি চাষ করত বর্গাদার—বিরাট রাজা, কয়েক হাজার দ্রোণ জমির মালিক, তাদের উচ্ছেদ করার জন্য চেষ্টা করেছে, দলবদ্ধভাবে বর্গাদারদের উপর আক্রমণ করেছে, বর্গাদারদের যথেষ্ট খুন হয়েছে, জমিদারদেরও দুই একজন খুন হয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে ডাকাতির কেস দেওয়া হয়, আজকে ৭/১০ বছর তারা জেলে। বললাম এপীল করলে না কেন, তারা বললে যে কি জানি আপীল করলে হয়তো ফাঁস হয়ে যেতে পারে, তার চেয়ে জেল খাটা ভাল। কাজেই

যে সমস্ত বর্গাচাষীরা বিহারের মত জায়গায় একটা কেসের অ্যাপীল করার সাহস পায়না, সাত বছর জেল খাটাও ভাল, আপীল করতে গেলে যদি ফাঁসির অর্ডার হয়ে যায়, এই সমস্ত ক্ষেত মজুর বর্গাদারদের সাথে আমাদের দেশের বর্তমান আইন কানুন, আমাদের দেশের বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা, এই সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যে যদি সংশোধনা আনা হয়, তাহলে প্রশ্ন উঠবে গণতন্ত্রের। কোথায় গণতন্ত্র বিপন্ন? আমি মাননীয় সি. পি. এম. সদস্য সুধন্ন বাবুর বক্তব্য শুনেছি, ভারতবর্ষের মত এতবড় গণতান্ত্রিক দেশ তিনি বলেছেন, কিন্তু এই সভায়ই আমরা শুনেছি ইন্দিরা গান্ধী ফ্যাসিজম কায়েম করেছেন, কোথায় গণতন্ত্র দেশে? কিন্তু আজকে যখন সংবিধান সংশোধনের প্রশ্ন উঠেছে, তখন আজকে ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক দেশ হয়ে গেল, কিন্তু এই বিধান-সভায়, আগের মিটিংগুলিতে আমরা বারবার শুনে আসছি যে ভারতবর্ষে ফ্যাসিজম কায়েম করা হয়েছে, C.P.M. বন্ধুদের মুখে ভারতবর্ষে ডেমক্রেসী বলতে কিছু নেই। গণতন্ত্রের কথা কেউ বলতে থাকলে, নানারকম কুৎসিত ইঙ্গিত করতেও আমরা দেখেছি, কিন্তু আজকে বলছেন গণতন্ত্র বিপন্ন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এক লক্ষ ভোটের ব্যবধানে একজন প্রধানমন্ত্রী নির্ব্বাচিত, অথচ সাধারণ একটা টেকনিক্যাল বিষয়—কে কোথায় কোন অফিসারকে কি করল না করল, যার ফলে ১০টা ভোটের উপর ও প্রতিক্রিয়া করেন, সেই একটা টেকনিক্যাল পয়েন্টের উপর একটা বিচার বিভাগের বিচারপতির রায়ে এতবড় একটা দেশের মানুষ—ভারতবর্ষের মানুষ এক লক্ষ ভোটের ব্যবধানে যাকে নির্ব্বাচিত করেছেন, সেই প্রধান মন্ত্রী নির্ব্বাচন বাতিল হয়ে যাবে? আর পার্লামেন্টে গণভোটে নির্ব্বাচিত সদস্যদের দ্বারা নিয়োজিত কোন সংস্থা যদি বিচার করে ডিসপিউট সম্পর্কে, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা উপরাষ্ট্রপতির, তাহলে সেটা গণতান্ত্রিক হবে না, গণতন্ত্র সম্পর্কে এই সমস্ত অদ্ভুত পরিকল্পনা, এই সমস্ত অদ্ভুত আওয়াজ আমাদের আজকে শুনতে হচ্ছে। যারা স্বেচ্ছাকৃতভাবে বলছেন, তাদের জন্য আমার কোন নেই, কিন্তু আমাদের দেশের কিছু কিছু শিক্ষিত মানুষ যারা এই সমস্ত প্রচার দ্বারা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে তাদের কাছে এই বিধানসভার চত্বর থেকে আমার আবেদন করব গণতন্ত্র সম্পর্কে সচেতন হউন। আমাকে এক-জন লে-ম্যান—গ্রামের মানুষ জিজ্ঞাসা করল বাবু চাঁদে গিয়ে লোক বসবে কি করে, পরে যাবে না পৃথিবীর মধ্যে, তার মাথা নীচের দিকে ঝুলে থাকবে না? কাজেই চাঁদ এবং পৃথিবীর মধ্যে এই যে চেতনা—অর্থাৎ পৃথিবীর মানুষ মনে করে এবং এটা চিন্তা করতেই অভ্যস্ত যে চাঁদ আমাদের উপরে এবং পৃথিবী নীচে, চাঁদে যখন একটা মানুষ বসবে, তার মাথাটা নীচের দিকে ঝুলে থাকবে এবং টুপ করে নীচে পড়ে যাবে। কিন্তু মহাকাশের উপর নীচ নেই, মহাকাশে যেয়ে চাঁদের মধ্যে বসলে পৃথিবীকে মাথার উপরে দেখা যায়। কাজেই গণতন্ত্র সম্পর্কে এই ধরণের একটা ফরমের ধারণা যার, এই ধারণায় অর্থাৎ এই ট্রেডিশনের মধ্যে যারা থাকে, তাদের এই রকম না বুঝার কারণ নেই। কন্টেনেসের সংগে কোন সম্পর্ক নেই তাদের, কাজেই সেই সমস্ত ধারণাকে পরিবর্তন করা দরকার। আজকে গণতন্ত্রের জন্য করা কুম্ভিরাশ্রু বিসর্জন করছেন সেটা লক্ষ্য করা দরকার, আজকে কুম্ভিরাশ্রু বিসর্জন করছেন মার্কিন প্রচার যন্ত্র, কুম্ভিরঅশ্রু বিসর্জন করছে ব্রিটিশ প্রচার যন্ত্র, কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করছে মাও—সে-তুঙের প্রচার যন্ত্র। এরা নাকি ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের জন্য উদবিগ্ন। ওদের দেশে গণতন্ত্র আছে

নাকি ? যেখানে একটা শ্বেতাঙ্গের সাথে একটা কৃষ্ণাঙ্গ এক সাথে এক কলেজে পড়তে পারে না তাদের দেশে গণতন্ত্র আছে বলে জানাচ্ছে। আর যদি আমেরিকার সংবিধান সংশোধন করে যে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ এক স্কুলে পড়তে পারবে তখন দেশে চীৎকার উঠবে আমেরিকার গণতন্ত্র বিপন্ন। ওদের গণতন্ত্র গায়ত্রী দেবীর গণতন্ত্র বিড়লার গণতন্ত্র, ওদের গণতন্ত্র টাকার গণতন্ত্র, ওদের গণতন্ত্র দেশদ্রোহীদের গণতন্ত্র। দেশদ্রোহী এবং দেশপ্রেমীক, দুইটা শক্তির একত্রে কোন গণতন্ত্র নেই। গণতন্ত্র কোন অ্যাবসোলিউট বিষয় বস্তু নয়, গণতন্ত্র স্বর্গ থেকে প্রবাহিত কোন মন্দাকিনি স্রোত নয়, যে মন্দাকিনী পাপ পুণ্য নির্বিশেষে সবাইকে মুক্ত করে দিতে পারবে। দেশপ্রেমিক শক্তির জন্য যদি কোন গণতন্ত্র থাকে তবে দেশদ্রোহী শক্তির উপর ইহা ডিক্টেটরশিপ হিসাবে ক্রিয়া করবে আর দেশদ্রোহী শক্তির জন্য যদি কোন গণতন্ত্র প্রয়োগ করা হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবে দেশপ্রেমিকদের উপর ডিক্টেটরশিপ হিসাবে প্রয়োগ হবে গণতন্ত্র কোন অ্যাবসলিউট বিষয়বস্তু নয়। গণতন্ত্রে বিভিন্ন কন্টেনেস আছে, বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিষয় আছে, একটা দেশে ঐতিহাসিক বিভিন্ন অবস্থায় সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন মোড়ে টার্নিং এর সময়ে বিভিন্ন রকমের অগ্রগতি ঘটে. এই সম্পর্কে আজকে দুর্ভাগ্যের বিষয় আজকে সবার জন্য গণতন্ত্র বলছে. সি. পি, এম. আজকে দাবী করছে রাজনৈতিক দল হিসাবে। আমি জিজ্ঞাসা করি বিড়লা এবং বিড়লা শ্রমিক দুই জনের জন্যই কি গণতন্ত্র চালু হতে পারে। বিড়লার স্বার্থ হল মুনাফা আর বিড়লা শ্রমিকের স্বার্থ হল বেশী মজুরী। এই যখন কনট্রাডিকশন তখন দুইজনের জন্য ডেমোক্রেসী হয় কি করে ? একজনের ডেমোক্রেসী আর এক জনকে অ্যাফেক্ট করবে। কাজেই এই সমস্ত প্রশ্ন. আজকে ভারতবর্ষের যে সমস্ত পরিবর্তন সুচিত হচ্ছে সেই সমস্ত পরিবর্তনকে অনুধাবন করা দরকার এবং ভারতবর্ষের সমাজ ব্যবস্থার কন্টেনসের মধ্যে যে পরিবর্তন হচ্ছে, গত দীর্ঘদিনের মধ্যে, আমাদের দেশে যে একটা বিরাট মনোপলি কে পট্যাল গ্রো করেছে, এবং বৃহৎ বৃহৎ ভূস্বামীরা এখন পর্যন্ত অবশিষ্ট রয়েছে, যারা হাজার হাজার জমির মালিক তারা আজকে দেশের মধ্যে যে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র যেটা চালু ছিল, সেই পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রকে এমনভাবে তারা ব্যবহার করতে সুরু করেছে যাতে সেই পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের সুযোগ গ্রহণ করে তারা ভারতবর্ষের একটা ডিক্টেটরশিপ কায়েম করার জন্য, ভারতবর্ষে একটা ফ্যাসিবাদ কায়েম করার জন্য তারা একটা প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। না হলে মাননীয় স্পীকার স্যার, একটা নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে ডেমোক্রেসীর জন্য যারা এত কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করে তারা তাদের জয়প্রকাশ নারায়ন কিভাবে দিল্লীতে ২৩শে জুন একটা মিটিংএ বক্তব্য রাখল, মিলিটারীকে কল দিল বিদ্রোহ করার জন্য এবং থ্রেট দিল যদি কোন বিদ্রোহ না কর তাহলে তোমাদের শাস্তি দেওয়া হবে। এটা কি ডেমোক্রেটিক রাইট ? কাজেই এই ডেমোক্রেসীকে খতম করার জন্য কোন শক্তি যদি ডেমোক্রেটিক রাইটকে ব্যবহার করে তাহলে তার ডেমোক্রেটিক রাইটকে সংকোচিত করে, গণতান্ত্রিক মানুষের জন্য সেই ডেমোক্রেটিক রাইট ঠিকই আছে, গণতান্ত্রিক মানুষের জন্য ডেমোক্রেটিক রাইটের কোন গড়মিল ঘটেনি। কাজেই আজকের পরিস্থিতি নুতন অবস্থায়, ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় এবং বিশ্বব্যাপী পরিস্থিতির মধ্যে ভারতবর্ষের যে অগ্রগতির সূচনা হচ্ছে এই এমারজেনসী এবং তার পরবর্তী ঘোষণার যার

একটার পর একটা এবং প্রধান মন্ত্রীর যে ঘোষনাবলী এবং একটার পর একটা সংবিধান সং-- শোধন যে ঘোষণা করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে যে সমস্ত ৩৯তম সংবিধান সংশোধন আসছে এই সমস্ত বিষয়বস্তু আমি সর্ব্বান্তকরণে বিশ্বাস করি আমার যতটুকু জ্ঞানবুদ্ধি আছে সমস্ত জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে বিশ্বাস করি ভারতবর্ষকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাবে আমি বলি না কোন লুপহোলস নেই। লুপহোলস থাকতে পারে। ৫০ কোটি মানুষের দেশে এতবড় ঘটনার মধ্যে লুপহোলস থাকতে পারে। সেই লুপহোলস যাতে না থাকে, ত্রুটি বিচ্যুতি যাতে না থাকে, ত্রুটি বিচ্যুতি মুক্ত একটা অগ্রগতি আমরা সবাই মিলে যাতে প্রয়োগ করতে পারি সেই অগ্রগতির জন্য সবাই মিলে চেষ্টা করতে হবে এবং যে সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তি এই অগ্রগতির পক্ষে আজকে ভারতবর্ষের ফ্যাসিবাদী অভ্যুত্থানকে নাকচ করে দিতে চায় মনোপলি ক্যাপিটালকে, সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রকে, সি, আই, এর ষড়যন্ত্রকে যারা আজকে পরাস্ত করতে চায় সেই সমস্ত শক্তি আজকে ঐক্যবদ্ধভাবে আজকে ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে অগ্রসর হবে এবং সেখানে আমাদের সুপার স্ট্রাকচারও আমাদের সমাজের অভ্যন্তরে যে সমস্ত পরিবর্তন সূচিত হয়েছে সেই সমস্ত পরিবর্তনের ভিত্তিতে আমাদের সুপার স্ট্রাকচারের কনটেনটেস এর মধ্যে যে সমস্ত পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে সেই সমস্ত পরিবর্তন আসছে এবং আমার বিশ্বাস আরও আসবে। এই বলে আমি বর্ত্তমান প্রস্তাবকে সমর্থন করছি।

শ্রীতড়িতমোহন দাসগুপ্ত : - মাননীয় স্পীকার, মহোদয়, আজকে সংবিধানের ৪০তম বিল যেটা ৩৯তম কেসে রূপান্তরিত হবে, তাকে র‍্যাটিফাই করার জন্য, সমর্থন জানাবার জন্য মাননীয় আইনমন্ত্রী যে প্রস্তাব এনেছেন, আমি তাকে সমর্থন জ্ঞাপন করছি এবং সমর্থন জ্ঞাপন করতে গিয়ে কিছু বক্তব্য রাখব, কারণ আমার আগে বিরোধি দল থেকে--তারা একে দেখাবার চেষ্টা করছেন গণতন্ত্র খর্ব করার জন্য নাকি এই বিধানগুলিকে কন্‌স্টিটিউশানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আজকে আমার আগে ঝুনু দাস মহাশয় যেকথা বলেছেন যে গণতন্ত্র এই জিনিষ নয় যে প্রত্যেকে যে যার স্বার্থে এবং প্রয়োজনার্থে একে ব্যবহার করবে। গণতন্ত্র একটা ইন্‌স্টিটিউশান, একটা প্রতিষ্ঠান যার ভিতর দিয়ে সর্ব্ব দেশের লোকেরা তার আদর্শ, তার চিন্তা এবং কর্ম অনুযায়ী তার সমস্যাগুলিকে সমাধান করবে এবং একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছে দেবে। গণতন্ত্র অর্থ এই নয় যে তার সুযোগ নিয়ে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করব বা গণতন্ত্রকে ভেঙ্গে দেব। গণতন্ত্রের নিজের কোন ষ্ট্যাণ্ড নেই, গণতন্ত্র হচ্ছে সমাজবাদের লক্ষ্যে পৌছে দেবার জন্য একটা উপায়, এবং সেই আদর্শে পৌছাবার জন্য সেটাকে গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পর থেকে সেই যাত্রা পথে পৌছাবার জন্য, সমাজবাদের লক্ষ্যে পৌছাবার জন্য, গণতন্ত্র হচ্ছে সেই পথ। সেই পথের মধ্যে যদি কোন বাধার উদ্ভব হয়, যদি কোন ত্রুটি থাকে, সেটাকে সংশোধন করা যায় কি না ? যারা এই গণতন্ত্র রচনা করেছেন, ভারতবর্ষের এই যে গণতন্ত্র, যে গণতন্ত্রের উপর নির্ভর করে জুডিশিয়ারী গঠিত হয়েছে, এক্‌জিকিউটিভ গঠিত হয়েছে, সেই গণতন্ত্রের যে বিধান, ভারতবর্ষের যে সুপ্রীম কন্‌স্টিটউশন তার যে জনক, তাঁরা জানতেন এই যে আমরা গণতন্ত্র করছি, সেটা ষ্ট্যাটিক বা স্থাবর একটা জিনিষ নয়, সমাজের অগ্রগতির সংগে এর পরিবর্তন হতে হবে

এবং সেই সমাজের প্রয়োজনের সংগে সংগে এই কনস্টিটিউশানকেও পরিবর্তন করতে হবে, তার জন্য সেই সময়ে যে সংবিধান, তার মধ্যে উপায় নির্দিষ্ট করে গেছেন কিভাবে এই সংবিধানকে সংশোধন করা যায় এবং সেখানে তারা বলেছেন কনস্টিটিউশান যেখানে সংশোধন করতে হবে, সেখানে পার্লামেন্টের উভয় সভায় লোকসভা এবং রাজ্যসভা, প্রত্যেক সভায় দুই তৃতীয়াংশ ভোটে যখন নাকি একটা প্রস্তাব পাশ হবে, এবং সেটা যখন নাকি আরও যে সমস্ত রাজ্য আছে, সেই রাজ্য এ্যাসেম্বলীর অর্ধেকের দ্বারা সেটা র‍্যাটিফাইড যখন হবে তখন সেটা আইন বলে মর্যাদা পাবে। আমাদের এই যে পরিবর্তন হচ্ছে, তাহলে কি গণতন্ত্র পালিত হয় নি? পরিপূর্ণভাবে পালিত হয়েছে, তাহলে গণতন্ত্র হয় নাই কেন? আমার স্বার্থের জন্য, আমি যেভাবে চিন্তা করছি, তার সঙ্গে যদি না মিলে তাহলে গণতন্ত্র কি হবে না? আজকে এই জিনিটা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখতে হবে কাজেই এই যে পরিবর্তন, এটা সম্পূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে এবং সেটা আমাদের কনস্টিটিউশানের যাঁরা জনক, তাঁরা সেই সময়ে উপলব্ধি করেছিলেন এবং তার জন্যই আজকে কনস্টিটিউশান পরিবর্তন করতে হচ্ছে। কেউ হয়তো বলতে পারেন যে ব্রিটিশ কনস্টিটিউশানতো এত চ্যাঞ্জ হচ্ছে না, তাদের ধারা অন্য রকম, তাদের বিটেন কনস্টিটিউশান নেই, যেহেতু তাদের বিটেন কনস্টিটিউশান নেই, তাদের সমাজের গতির সংগে সংগে, পার্লামেন্টের কনভেনশানের সঙ্গে সঙ্গে তারা সেটাকে বদলে দিচ্ছেন, তাদেরই এক ধরণের কনভেনশান। তাছাড়া তাদের অপজিশানের যে ক্যারেকটার, আমাদের দেশে সেই ক্যারেকটার নেই এবং নেই বলেই ব্রিটিশ গণতন্ত্র আমাদের দেশে নেই। সেই চরিত্র যদি আমাদের থাকত, তাদের মত ধৈর্য্য যদি আমাদের থাকত—আমরা শুধু তাদের অধিকারের দিকটা নকল করে নেব, তাদের দায়িত্ববোধের দিকটা গ্রহণ করবনা, সেটা হতে পারে না, কাজেই জিনিষটা ইভলভ করার দায়িত্ব—যেহেতু মেজরিটি দল কংগ্রেস এবং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, সেইহেতু তাকেই এটা ইভলফ করে দিতে হবে এবং ইভলভ করতে গেলে সেটাকে ভারতবর্ষের কনস্টিউশানে তাকে স্থান দিতে হবে। কনস্টিটিউশনে তাকে বসাতে হবে। বিলাতের মত আন.রিটেন রাখতে পারবে না। কাজেই এটা যখন রিজিট কনস্টিটিউশান, ইট ইজ নট এ ফ্লেকসিবল কনস্টিটিউশান তখন তাকে বদলাতে গেলে তার যে নির্দিষ্ট উপায় আছে সেই উপায় তাদের বদলাতে হবে এবং সেই উপায়ে আজকে সংবিধানের যে সংশোধন, প্রতিটি ষ্টেপ প্রতিটি ধারা সেই উপায়ে সেইটাকে করা হচ্ছে। কাজেই সেটাকে পরিপূর্ণভাবে, কনস্টিটিউশনে আমাদের যে মৌল সংবিধান তার মধ্যে যে বিধানগুলি করা হয়েছে তার সংগে সংযোজিত রেখে এটা করা হয়েছে। কাজেই এটা পরিপূর্ণভাবে গনতন্ত্র সম্মত। দ্বিতীয়ত:, এই যে আইনটা হল তার প্রয়োজনের যে আছে সেটা কারা দেখেছে? এই যে আইনটা সেটা সংশোধন করা হচ্ছে তার প্রয়োজনীয়তা আছে কে সেটা দেখাব? যারা জনসাধারণের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হয়েছে, জনসাধারণের কাছে যারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে তোমাদের এই এই অধিকারগুলি আছে. আমি সেটা বিশ্লেষন করছি না তাহলে আমি মূল পয়েন্ট থেকে সার যাব। তারা যেখানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে এই যে পাঁচ বছরে আমরা তোমাদের কাছ থেকে যে ভোট নিয়ে গেলাম তোমাদের এই জিনিষগুলি করে দেব, কংগ্রেস দল হিসাবে তার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বিগত '৭১ সালে ভারতবর্ষে যে নির্বাচন

বা ৭২ সালে যে রাজ্য ভিত্তিক নির্বাচন হয়েছে সেই নির্বাচন কংগ্রেস দল হিসাবে তারা কে কি করবে আগামী পাঁচ বছরে তার জন্য পরিকল্পনা রচনা করা তারা সেখানে করে চলছেন এবং এইগুলি করা হচ্ছে তার নৈতিক দায়িত্ব। সেই নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে তারা পার্লামেন্টে যেখানে যাচ্ছে সেখানে গিয়ে তাদের নৈতিক দায়িত্বকে আইনগতভাবে তাদের রূপায়িত করছে। তারা এই গনতন্ত্র যে ভাব চলছিল সেটাকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু দেখা গেল বাম-পন্থী দক্ষিণপন্থী তারা সেই কাজগুলিতে নানাভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। এখন এই যে এক ধরনের বিরোধী দল তারা দিনে দিনে দেশকে ফ্যাসিবাদের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছে তাদের জিনিষগুলিকে আজকে দেখতে হবে। কিভাবে তারা কন্‌সটিটিউশনের সুযোগ নিয়ে কন্‌সটিটিউশনকে হেয় করার জন্য একটা মিলিটারী বিদ্রোহ করার জন্য পরিকল্পনা করছে। গনতন্ত্র যাদের মাধ্যম তারা পুলিশ মিলিটারীকে বিদ্রোহ করার জন্য আহ্বান করছে। তারা ভোটারকে বলতে পারত যে আগামী নির্বাচনে তাদের ভোট দিও না। তাদের লক্ষটা কোথায়? তাদের লক্ষ্য হচ্ছে এই যে কন্‌সটিটিউশন তার ধারাগুলিকে আমরা স্বীকার করছি না, অথচ এর মধ্যে ভাবগত একটা চিন্তা এনে তার যে অসারতা সেটা প্রতিপন্ন করার জন্য চেষ্টা করছি। সেটা আমরা দেখেছি মিঃ গিরি যখন প্রেসিডেন্ট হলেন একটা ফিলমজী গ্রাউণ্ডের উপর মোকদ্দমা করে বাতাবরণ তৈরী করার চেষ্টা করে এটাকে একটা বুঝবার চেষ্টা করে এটাকে একটা বুঝবার চেষ্টা হল যে যেন কংগ্রেস সরকার এই কন্‌সটিটিউশনকে না মেনে কাজ করছে না। যাই হোক শেষ পর্যন্ত কেটে. তাহলে একটা লেংদি জিনিষ যেখানে ভারতের রাষ্ট্রপতি তাকে টেনে আনা হচ্ছে। আজকে গনতন্ত্রটা কি হয়েছে? যে যে কোন লোক ইচ্ছা করে যে কোন লোককে টেনে নিয়ে কোর্টের সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়। কাজেই আজকে যারা হেড অব দি ষ্টেট যেখানে ফিলমজী গ্রাউণ্ডের জন্য তাদের কি প্রতি মুহূর্ত্তের জন্য আমরা কোর্টে টেনে নিয়ে যেতে দেব? আইনের যে কোন একটা ইলেকশান গ্রাউণ্ড নিয়ে তাকে টেনে নিয়ে নানাভাবে বাতাবরণ সৃষ্টি করার একটা প্রবণতা আজকে এক ধরণের লোকের মধ্যে দেখা দিচ্ছে। কিন্তু কি ধরণের লোক? যখন একটা দল, কাকে প্রেসিডেন্ট করা হচ্ছে? যে দলই করছেন, যাকে সবচেয়ে যোগ্য বলে বিবেচনা করে, যাকে অনেষ্ট মনে করে এবং যার আন্তর্জাতিক একটা চেহারা আছে সেই সমস্ত লোকদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সর্ব্ববরণ্য বলা চলে; সেই যে একটা লোক, তার কেসটাও কোর্টে নিয়ে তাকে হেয় করার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং এটাও দেখি যে বিগত নির্বাচনের আগেও বড় যে একটা বিরাট দেশ, ২২টা যেখানে স্টেট, এইরকম হতে পারে তারা সবাই মিলে ভোট দেয় বা ইলেকটর্যাল কলেজ এবং সেটাটেও আইনের আওতার মধ্যে সেটাকে নিয়ে অনেক খরচ পত্র করা হয় এবং তার জন্য হাই কোর্টে রেফার করা হয়। কাজেই এই যদি প্রতি মুহূর্ত্তে দৃষটির বিচার করে এই যে প্রতি মুহূর্ত্তে বিচার করা—বিচারের নিশ্চয়ই দরকার আছে, সেই যে বিচার করা, যেখানে নাকি পার্লামেন্টের উভয় সভায় ৫০০ উর্পর উপর সভ্য আছে, তাদের বিচার করছে যারা, দেশের লোকের কাছ থেকে ভোট নিয়ে এসেছে যারা, দেশের অন্দরে প্রতিটী অঞ্চলের খবর রাখে যারা, যারা মানুষের চিন্তার মধ্যে অংগাংগীভাবে জড়িত, তারা দেশের সেই আইনটাকে ক

করতে পারবেনা, কিভাবে চললে পরে দেশের মঙ্গল হবে, সেটা কে নির্ধারণ করবে? এই যে জুডিশিয়ারী ইন্ডিপেণ্ডেন্সের কথা বলছেন, সেটা কে দিয়েছে? সেটা দিয়েছে পার্লামেন্ট। পার্লামেন্ট আজকে মনে করেছে আমরা যে আইনগুলি করছি, সেগুলি ঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে কি না. আমাদের ইচ্ছার সংগে সংগতি রেখে পরিচালিত হচ্ছে কি না, সেটা দেখার জন্য হচ্ছে জুডিশিয়ারী, এছাড়া জুডিশিয়ারীর কোন প্রয়োজন ছিল না। তার প্রয়োজন হচ্ছে আমরা যে আইনগুলি করে দিচ্ছি সেগুলি প্রয়োগ করবে। আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে আইন তৈরী করছি, এখন যদি দেখা যায় যে আমার যে উদ্দেশ্য নিয়ে আইন প্রনয়ন করছি, সেই উদ্দেশ্য এর সংগে আইন প্রয়োগের সমতা তা যদি থাকে তাহলে কি করব আমরা? আমরা যারা বিধান সভায় বসে আছি. আমাদের দিকে যেখানে দেশের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি লোক কোটি কোটি লোক তাকিয়ে আছে কারণ তারা যখন পার্লামেন্টে আছেন, তাদের হাতে আইন করার ক্ষমতা আছে. কাজেই তাকে রূপান্তরিত করবার জন্য তাকে সেই আইন করতে হবে এবং সেটাই আজকে ইন্দিরাগান্ধি করেছেন। আমাদের আগের যে অবস্থা ছিল. যেটাকে ছেড়ে দিয়ে করার চেষ্টা করেছিলাম, তাতে দেখা গেল এক ধরণের অতি বামপন্থী এবং দক্ষিণ পন্থীরা মিলে একটা ফ্যাসিবাদ অবস্থার সৃষটি করে তারা পাওয়ারে আসতে চেষ্টা করেছিল, তারা গণতান্ত্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত যে সরকার তাকে গায়ের জোরে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করছে. কাজেই তার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের নেতা ইন্দিরা গান্ধি সাহসের সংগে গণতন্ত্র রক্ষা করার জন্য এবং সেই সংগে যে সমস্ত অধিকার এবং অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে জনসাধারণের যে যে সুযোগ সুবিধা. সেটা জনসাধারনের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে বলে স্থির করেছিলেন, সেটাকে নুতনভাবে রূপ দেওয়াচেষ্টা করছেন এবং তার জন্য ইমারজেন্ট অবস্থা এবং কি আইন কি ভাবে করলে পরে সমস্যাটা সমাধান হতে পারে, তার জন্য ইমারজেন্সী। কেউ যদি মনে করে থাকেন যে সেটাকে অন্যায়ভাবে করা হয়েছে, তাহলে ভুল করা হবে। এটা করা হয়েছে এইজন্যে যে এই হাইয়েস্ট যে অফিস, ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে যদি তাকে কোটের সামনেবার বার হ্যাকল করা হয়, সেটা না করা যেতে পারে তার জন্য এটা করা হয়েছে। কাজেই এটা হচ্ছে অভিজ্ঞতা সমাজ কন্‌সটিটিউশান এমেন্টমেন্ট, কাজেই এটার মধ্যে কোন উদ্দেশ্য প্রনোদিত কারণ নেই। আজকে আমরা দেখছি যে অতি সাধারন কারণের জন্য ইন্দিরাগান্ধিকে কোটে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কেউ হয়তো বলতে পারেন যে আজকে কেন তাকে সুযোগ দেওয়া হল না, তার উপরও আমি দিচ্ছি যে কেসে তারা আন্দোলন জারী করেছেন এবং সেই আন্দোলনের নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ পুর্ব্বাহ্নে ডিকথং দিয়ে গেছেন যে সুপ্রীম কোটে কারা বিচার করবে, না চীফ জাসটিস থাকবেনা, তাহলে আজকে এই কেসগুলি যদি তার কোর্টে যেত, সেটা যদি মুক্তহয়ে আসত, তাহলেও এক শ্রেণীর লোক চিৎকার করবে বিচার করা ন্যায় বিচার করেনি। কারণ যারাআগেই সন্দেহ পোষণ করে রেখেছেন কি ধরনের বিচারক দিতে হবে। কাজেই বিচার ওদের উদ্দেশ্য নয়, এটা হচ্ছে তাদের উপলক্ষ। এই বিচারকে উপলক্ষ করে ক্ষমতাসীন যে দল, তার চরিত্র হনন করা এবং বিচারের উদ্দেশ্যকে ফ্রাস্টারেট করার চেষ্টা। কাজেই এই পরিপ্রেক্ষিতে এই যে আইন এবং তার যে সিদ্ধান্ত ঠিক হবে কি না? দেশের

যারা লেজিসলেটার আছে, তাদের ইচ্ছাটাকে দেখতে হবে, সেখানে যারা দেশের অধিকাংশ লোকের ভোটের দ্বারা নির্ব্বাচিত, অধিকাংশ যে প্রতিনিধি তারা সেই জিনিষটাকে একটা দৃষ্টি ভংগী নিয়ে দেখছেন, পার্লামেণ্টে যারা বসে আছেন, বা আমরা যারা আছি, আমরা এটাকে একটা দৃষটি ভংগী নিয়ে দেখছি। আইনজ্ঞ নিশ্চয়ই আইনের ধারা বিচার করবেণ। জুডিশিয়ারীর যে সুপ্রিমেসী আমাদের দেশে আছে, তার এফেক্ট যখন আমাদের উপর পড়ছে-বিচারের ধারাটা কি হচ্ছে, সেটা দেশের উপর রিফলেক্ট করলে, লেজিসলেচারকেও তার সংগে রেসপন্স করতে হয় এবং সব দেশেই—যে কোন গণতান্ত্রিক দেশের যে লেজিসলেচার, তার সংগে রেসপন্সিবল, এটা হল গণতন্ত্রের নিয়ম। যখনি কোন আইনের মধ্যে কিছু ল্যাকুনা হয়, কোন ত্রুটি দেখেন তখন সেই ত্রুটীকে সংশোধন করে। এবং আজকে বর্ত্তমান যুগের অবস্থায় আমরা দেখছি এই যে আইনের বিষয়টা যেটা হল, অন্ততঃ আমরা মোটামোটি দেখছি একটা সন্দেহের বার্তা বরণ তৈরী হচ্ছে। অন্ততঃ যারা অতাতে বলেছেন প্রাইম মিনিষ্টারের সিকিউরিটী ইট ইজ এ মাষ্ট। ইন আদার কান্ট্রিজ অলসো, এমন কি আমেরিকার কথাটাও যদি বলি তাদের একটা ডিপার্টমেন্ট আলাদা আছে এবং সেখানে অনেক অর্থ তারা ব্যয় করে যার কাজই হচ্ছে যে সিকিউরিটি অব দি প্রেসিডেন্ট। এখানে আমাদের দেশে প্রেসিডেন্ট সর্বৈব নন, এখানে প্রাইম মিনিষ্টারই সর্বৈব প্রেসিডেন্ট থিউরিটিকেলা। কাজেই প্রধান মন্ত্রী যে সিকিউরিটিটা সেটা সকলের চাইতে আলাদা সিকিউরিটি এবং অন্যান্য দেশ এমন কোন দেশ নাই যে যেখানে মিনিষ্টারদের গ্রেডস্ এবং র‍্যান্ক অনুযায়ী তাদের সিকিউরিটির ব্যাবস্থা নাই। সেই ব্যবস্থা রয়ে গেছে এবং এই যে প্রেজেন্ট কেসটা এরাইজ করল দিস ইজ আউট অব সিকিউরিটি অব দি প্রাইম মিনিষ্টার। প্রাইম মিনিষ্টারের যে সিকিউরিটীর সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার করেছে যে প্রাইম মিনিষ্টারের সিকিউরিটির যে সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকার করেছেন যে প্রাইম মিনিষ্টারের সিকিউরিটি করতে হলে কি কি করতে হবে, যা ডিরেকশান দেওয়া আছে যে যেহেতু আমাদের গণতান্ত্রিক দেশ, তার যে লীডাস ঘন ঘন মিটিং করতে হয়, পাবলিকের সামনে যেতে হয় এবং সেই সমস্ত পাবলিক মিটিং কিভাবে অ্যারেঞ্জ করবে তার জন্য ষ্টেটগুলিকে নির্দেশ দেওয়া আছে। সেই নির্দ্দেশ অন দি পয়েন্ট অব দি সিকিউরিটী অব দি প্রাইম মিনিষ্টার-তার উপর নির্ভর করে তারা কাজ করছে। সেখানে যদি দেখা যায় যে প্রাইম মিনিষ্টারের সিকিউরিটিটাকে প্রাইম মিনিষ্টারের কনষ্টিটীউশানের মধ্যে থাকলে একরকম এবং কনষ্টিটিউশানের বাইরে থাকলে আর একরকম, এই যদি আইনের ব্যাখ্যা হয়, অর্থাৎ প্রাইম মিনিষ্টার যদি তার কনষ্টিটীউয়েন্সীতে যায় তার নির্ব্বাচনের প্রভাব বিস্তারের মধ্যে পড়ে তাহলে আইনটা আমাদের ভাবতে হবে যে এই ধরণের আইনটা আমরা রাখব কিনা। আজকে বিচারটা হচ্ছে সেই জায়গায়। তাহলে আমরাও সেটা করব। আজকে আমরা যেখানে দেখছি যে আইনের এই ল্যাকুনার উপর বিচারটা নির্ধারণ হচ্ছে, কাজেই আইনের মধ্যে এই ল্যাকুনার সুযোগ আমরা রাখতে দেব না এবং তাকে আমাদের ক্লি করে রাখতেই হবে। আমাদের যে প্রধান মন্ত্রীই আসুন তাকে নির্ব্বাচিত হয়ে আসতে হবে। সেজন্য তারা সিকিউরিটীর ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং সেজন্য তিনি আদার কনষ্টিটীউয়েন্সীতে গেলেই

শুধু সিকিউরিটী পাবেন, নিজের কনস্টিটিউয়েন্সীতে গেলে পাবেন না সেটা হবে না, সেই একই ধরণের সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকতে হবে এবং তার সেই ল্যাকুনার উপর নির্ভর করে কোন মোকদ্দমা করতে পারা যাবে না। সেজন্য আজকে এইগুলিকে আওতা থেকে বাদ দিয়ে রাখা হয়েছে এবং আওতা থেকে বাদ দিলেও এর যে বিচার হবে না, পার্লামেন্টে বলেননি, পার্লামেন্ট বলেছে কি ধরণে সেই জিনিষটা হবে, সেটাকে আরেকটা আইনের দ্বারা সেটা করা হবে। বিপ্রেসিভের কথা যারা বলছেন, তারা বলছেন যে গণতন্ত্রকে খর্ব করা হয়েছে, কিন্তু গণতন্ত্রকে কোন জায়গায় খর্ব করা হয়নি। এখানে শুধু বলা হয়েছে যে বর্ত্তমান জুডিশিয়ারীর কাছে—প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্টের ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টে প্রাইম মিনিষ্টারের জন্য হাই-কোর্টের কাছে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, সেটা থাকবে না, সেই যে কোর্ট কোর্টই বলা যাক বা ফোরামই বলা যাক, সেই কোর্টের ক্যারাক্টার থেকেই হবে এবং সেটা অন্যভাবে হবে, অন্য জায়গায় হবে। বিচার হবে না, একথা বলেনি। কর্যাপশান করে আসল, তার থেকে মুক্তি দিয়ে দেওয়া হল, সেকথা বলা হয়নি শুধু বলা হয়েছে বর্ত্তমানে যে অবস্থা আছে তাতে চলবে না কারণ দেখা যাচ্ছে আইনের যে উদ্দেশ্য—এটা অনেক সময় হয়, অনেক গণতান্ত্রিক দেশেই হয় এবং হয় বলেই—কারণ যারা আইন করেন তাদের মনে একটা জিনিষ থাকে, কিন্তু যারা তার পরবর্তি পর্যায়ে আইনের ব্যাখ্যা করছেন, তারা হয়তো এটার থেকে সরে যেতে পারেন সেটা অনেক ক্ষেত্রে উকিল যারা আছেন, তারা প্রত্যেকেই দেখবেন যার যার চিন্তা, যার যা প্রয়োজন সেই অনুযায়ী যুক্তিকে তার দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন এটা আইনের একটা ধর্ম্ম, সেই-জন্যই আমরা দেখছি যার স্বার্থ বেশী আছে, বড় বড় পণ্ডিত উকিল নির্ধারিত করতে পারেন যারা তারাই আজকে আইনের বিচার পায়, আর যারা গরীব, তাদের জন্য বিচার নাই, যেমন আজকে ঝুনু দাশ মহাশয় বললেন। এই যে বিচার, তার মধ্যে পরিবর্ত্তন আনা দরকার এবং তার যে বৈপ্লবিক পদক্ষেপ, সেই পদক্ষেপ এখানে নেওয়া হয়েছে। এটাকে বুঝতে হয়েছে যে দেশের যারা বিচারক, তাদের মুল উদ্দেশ্য, মুল চিন্তার সংগে সংগতি রেখে কাজ করতে হবে এবং সেখানে যদি তার মুল উদ্দেশ্য এবং মুল যে সিদ্ধান্ত তার সংগে সংগতি না থাকে সংশোধিত তাহলে সেই ক্ষেত্রে লেজিসলেচার, পার্লামেন্ট তার উইলই হবে প্রধান, সেইভাবেই এই আইন হবে এবং সেই ভাবে আইন পরিচালিত হচ্ছে এবং তার জন্য আমি সর্ব্বান্তকরণে একে আমার সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার —আই উড নাউ রিকোয়েষ্ট দি অনার্যাবল চীফ মিনিষ্টার।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে কনষ্টিউশানের সংশোধনী বিল আমাদের আইন মন্ত্রী এনেছেন, সে সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে এবং বিভিন্ন দিক থেকে এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তা বলেছেন। বিরোধী পক্ষ থেকে যে কথা বলা হয়েছে, তারও জবাব দেওয়া হয়েছে, কাজেই এর উপর খুব বেশী বক্তব্য রাখতে চাইনা। শুধু দুই একটা প্রশ্ন করে আমার বক্তব্যকে শেষ করছি। প্রথম প্রশ্ন হল যে একটা সংবিধান রয়েছে, সেই সংবিধান অনুযায়ী কাজকর্ম্ম চলবে এটা গণতন্ত্রের ধারার নিয়ম যেটার উপর বিরোধী পক্ষ বলেছেন যে এই সংবিধানকে মেনে নিলাম এবং কতটুকু মেনেছেন না মেনেছেন সেটা ওদের

ভিতরের কথা, কিন্তু বাইরে বলছেন যে মেনে নিয়েছেন। এখানে সেই সংবিধানের মধ্য থেকে যদি কিছু অদল বদল করা যায়, তাহলে সেটা সংবিধান বিরোধী হবে কি না সেটা গণতন্ত্রকে বিরোধী হবে কি না ? দুই নং প্রশ্ন হল, এই যে পরিবর্ত্তন অদল বদল করা, এর ভার কার উপর থাকবে, কে করবে. কার এর মালিক, এই গণতন্ত্রকে রক্ষা করবে কারা, কাদের জন্য গণতন্ত্র এবং কিসের জন্য এই সংবিধান কোনটাকে পরিচালনা করার জন্য ? যদি বলি সাধারণ মানুষের জন্য গণতন্ত্র, দেশের সকলের জন্য গণতন্ত্র, সেই গণতন্ত্রের পরীক্ষা হয়---অন্ততঃ সংবিধান যদি মানি, তাহলে সেই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পরীক্ষা হয় দেশের জনসাধারণ কি চায়, এবং যদি হয়ে থাকে, পার্লামেন্টের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি রয়েছে, এ্যাসেম্বলীতে নির্বাচিত প্রতিনিধি রয়েছে এবং তারা নিজেরাই গঠন করেন আমরা এম, এল, এ, হয়ে এসেছি, নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি কারণ আমাদের জনসাধারণ ভোট দিয়েছে, তাহলে সংবিধানের উদ্দেশ্য হল দেশের মানুষগুলোকে রক্ষা করা এবং তাদের আশা আকাঙ্খা পূরণ করা, সেটাই হল সংবিধানের লক্ষ্য। আর ৩নং প্রশ্ন হল যে এই সংবিধানের মধ্যে যা রয়েছে যদি এই সংবিধান ভিত্তিক যে নির্ব্বাচন হচ্ছে সেই নির্ব্বাচনের মারফত যদি রায় হয়ে থাকে এটা জনসাধারণের রায় হয়ে থাকে। তাহলে আইনের রচনা করা কিংবা সংবিধানের কোন কোন জায়গায় একটা ধারা বদল করলেই এই মানুষগুলির একটা উপকার হয়ে যাবে, সেই অধিকারটা কার থাকবে ? সেটা কি সুপ্রীম কোর্টের ? আইন আদালতের কাছে যাবে ? এই অ্যাসেম্বলীর তাহলে কি কোন মূল্য নাই ? পার্লামেন্টের কোন মূল্য নাই ? নির্ব্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর কোন মূল্য নাই ? সংবিধানের মারফতে যিনি নির্ব্বাচিত হয়ে আসবেন তার কোন মূল্য থাকবে না, এখানে একজন লোক বসে আছে, তার সুক্ষ বিচারের উপর আমাদের পার্লামেন্ট বা অ্যাসেম্বলী ডিসলভড হতে পারে। বাঃ, এই যদি আমাদের গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা হয় আর গণতন্ত্র বুঝতে যদি আমরা এইটুকু বুঝে থাকি তাহলে আমাদের বুঝতে হবে যে আবার গণতন্ত্রের অ, আ, ক, খ, থেকে পড়তে হবে। সেজন্যই মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় যে এরা গণতন্ত্র চায় না। এই গণতন্ত্রের মধ্যে যেটুকু সুবিধা আছে সেটুকুকে ভোগ করে যেটুকু আবর্জনা মনে করে সেটুকুকে বাদ দিতে চান, অর্থাৎ সুবিধা মত প্রয়োগ করার জন্য এটাকে রাখতে চান। এমন একটা প্রশ্ন নিয়ে সংবিধান সংশোধনী এসেছে, সেটা হল প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, প্রাইম মিনিষ্টার এবং স্পীকার, তারা নির্ব্বাচিত হয়ে গেলে, যেহেতু তাঁরা নির্বাচিত হন বেশীর ভাগ লোকের দ্বারা, বেশীর ভাগ প্রতিনিধিদের দ্বারা কাজেই সেই নির্ব্বাচনের যদি কোন খুঁটিনাটি প্রশ্ন থাকে সেই প্রশ্নের বিচারটা কে করবে ? পার্লামেন্ট করবে ? নাকি কোর্ট ? এই উত্তরটা নিজের মনে জিজ্ঞাসা করলেই আসে সেখানে সুপ্রীমটা ? প্রতিনিধিরা ? না যে লোকটা চাকরী করে তার বিচারের উপর এটা হয়ে যাবে ? সেই বিচার কে করবে ? সেখানে প্রশ্ন এসেছে। আর এখানে বিশেষভাবে যে প্রশ্নটা বিরোধী পক্ষ তুলতে চেয়েছেন সেটা হল প্রাইম মিনিষ্টার এবং ডিগনিটারীজ, প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্টের, প্রাইম মিনিষ্টার, স্পীকার, এরাও কমন মেন, এরাও নির্বাচিত। যদি সত্যই আমি বুঝে থাকি তার বক্তব্যটা, নির্ব্বাচিত হয়ে এলেন, প্রাইম মিনিষ্টার হলেন কিংবা প্রেসিডেন্ট হলেন, এখন যে পোষ্ট তিনি হোলড করেন, সেই পোষ্টের পজিশান দেখতে হবে।

আজকে চার বছর হয়ে গেল একটা কেস, যে কেসের উপর ভারতবর্ষের ভাগ্য নির্দেশ করছে, সেই পজিশানটাকে চার বছর ধরে বিচার করছে, তাতে আমাদের ইমেজ খুব বেড়েছে, সাংঘাতিক বেড়েছে বিদেশে। আমাদের প্রাইম মিনিস্টারকে নিয়ে টানাটানি, এতে আমাদের ভারতবর্ষের মর্য্যাদা খুব বাড়ছে, যারা নিজেদের নেতাদের মর্যাদা দিতে জানল না তাদের গণতন্ত্রের অর্থটা কি? এবং সেখানে খুঁটিনাটি কোন সুক্ষম বিচার দ্বারা বিচার হয়ে যাবে, আর যে মানুষগুলি বিচার করে, যে মানুষগুলির ভোটে নির্ব্বাচিত হয়ে এল, যিনি প্রাইম মিনিস্টার হলেন, প্রেসিডেন্ট হলেন তাঁর বিচার পার্লামেন্টে করা যাবে না, তার জন্য যেতে হবে কোর্টের কাছে, কোর্টের অ ওতায় তাদের যেতে হবে। তাহলে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানিনা ওদের গণ আদালত বলে একটা কথা আমরা শুনি, যারা এমপ্লয়ীদের ষ্ট্রাইকে যোগ দেয়নি, তাদের নাকি গণ আদালতে বিচার হয়েছে, সেখানে গণ আর এখানে জন, যিনি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি, হাইকোর্টের বিচারপতি, তিনি বিচার করবেন, এখানে গণের বিচার চলবেনা, পার্লামেন্টের বিচার চলবেনা, এ্যাসেম্বলীর বিচার চলবেনা. সেখানে গণতন্ত্র বিপন্ন হয়ে যাবে, এর অর্থ আমি বুঝতে পারলাম না, সত্যি আমার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে ওদের বক্তব্য 'এর সংগে কাজের কোথায় মিল, কোন্ কথাটা বলতে চান, কোন জিনিষটা বুঝাতে চান, অ জ পর্যন্ত আমি বুঝে উঠতে পারলামনা, আমার দুর্ভাগ্য। যদি ভাল করে কেউ বুঝিয়ে দিতে পারেন, কোন কাজকর্মের মাধ্যমে যদি বুঝিয়ে দিতে পারেন, তাহলে তাদের গণতন্ত্র কি জিনিষ আমি বুঝতে পারি, তবে গণতন্ত্র বলতে আমি যা বুঝেছি, এই সংবিধানকে যদি বাতিল করে দিতে হয়—হ্যাঁ, মানুষের প্রয়োজনে, জনপ্রিতিনিধিরা যদি মনে করেন সংবিধান বাতিল করে নূতন ভাবে করতে হবে, তাহলে করা হতে পারে, সংশোধন জনতার সার্থে করতে হবে, তাতে কিছু যায় আসে না। মানুষের সম্ভাবনা এবং চিন্তা সেটাকে কতটুকু সংবিধানে রূপ দিতে পারছি, সেটা হচ্ছে আসল কথা এবং সংবিধান যদি একসংগে পা মিলিয়ে না চলতে পারে, তাহলে সংবিধান পরিবর্ত্তন করতে হবে। সংবিধানটা এমন একটা কিছু নয় যে সেটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে। ১৯৫০ সনে যে অবস্থায় এটা কাৰ্যকরী করা হয়েছে, আজকে ১৯৭৫ সনে ঠিক সেই অবস্থায়, সেই জায়গায় মানুষগুলো রয়েছে কি না তাদের আশা আকাঙ্খার পরিবর্ত্তন হয়েছে সেটা দেখতে হবে। আজকে তারা অনেক কিছু জানতে চায়, বুঝতে চায়, তার অধিকারের প্রশ্ন আজকে অনেকভাবে এসেছে। আজকে তারা সংশোধনী মানছেন না? এটার মধ্যে দুইটি প্রশ্ন আছে, একটা হল নির্ব্বাচন সংক্রান্ত এবং আরেকটা হল নাইনথ্ সিড্যুল'এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা, কোনটার মধ্যে তারা বিরোধিতা করছেন আমি জানিনা। আজকে ল্যাণ্ড রিফরমস এ্যাক্টের ব্যাপারে, কিংবা বর্গাদার আইন, এসব ব্যাপারে আমরা যদি কোন কিছু করতে চাই, একটা মামলা যদি কেউ ঠুকে দেয় কোন স্বার্থপর লোক, তাহলে ৪/৫/৭/১০ বছর সেই মামলা চলবে, তারপর সেই লোকটা ভিটেমাটি ছাড়া হয়ে বেরিয়ে আসবে, তখন হয়তো তাদের দলে গিয়ে নাম লিখাবে এবং এই গণতন্ত্রীরাই তখন বলবে এই দেখ ঐ সব আদালত যেগুলি আছে, এরা কি বিচার করছে, বর্গাদারী আইন মানেনা, বর্গাদারদের রাইট্ সের কোন প্রশ্ন নেই, এই সমস্ত প্রশ্ন তখন দেখা দেবে। কারণ এটা তাদের সার্থে দরকার আছে.

একটা ব্যক্তিগত বা বস্তুগত সার্থের জন্য এই সংবিধান পরিবর্ত্তনের প্রশ্ন আসেনি, কিংবা প্রাইম মিনিস্টার বা একজন প্রেসিডেন্ট-এর ব্যক্তিগত প্রশ্নে এটা আসেনি, কারণ আজকে যিনি প্রেসিডেণ্ট আছেন, কালকে তিনি নাও থাকতে পারেন। এখানেতো নির্ব্বাচন অস্বীকার করা হয়নি, এখানেতো এমন কথা বলা হয়নি যে বিচার হবে না বা বিচার করা যাবেনা, কিন্তু যারা বিচারক, যাদের কাছে বিচারের ভার দেওয়া হয়েছে, বলা হয়েছে এটা গণতন্ত্রের নিয়ম—আর তারা বলছেন এই সংশোধন করে আরেকটা ফোরাম করা হবে যেটা জন প্রতিনিধি নিয়ে ফোরাম করা হবে, সেখানে পার্লামেন্টের অপোজিশানের মতামতও নেওয়া হবে, তার মধ্যে অপোজিশানের লোকও থাকবেন, সেখানেও বিরোধীতা করতে পারবেন, সেখানে একথা বলা হয়নি যে শুধ পার্টির লোক দিয়ে করা হবে। এখানে বলা হয়েছে যে অপোজিশানের লোক নেওযা হবে সেই ফোরামের মধ্যে বিচার করার জন্য, সেখানে সংশোধনের প্রশ্ন উঠেছে যে সুপ্রীম কোর্টে না গিয়ে এই জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা বিচারটা হোক এবং সেখানে পার্লামেণ্ট'এ সেই বিচার হবে, তার জন্য একটা সেপারেট ফোরাম করার কথা বলা হয়েছে তাতে কোথায় আপত্তি আমি বুঝতে পারছিনা। ওদের গণ কথাটা মানব, ওদের গণের কথাটা মানব, জনতার কথাটা মানব, না কি একজন উকিলের—আইনের শিক্ষক দিয়ে এইগুলি বিচার করে—তারা কি বলে না বলে, তার উপর ভিত্তি করে একটা জাতির ভবিষ্যত ইতিহাস তৈরী হয়ে যাবে যার দ্বারা জাতির আশা আকাংখা এই সুক্ষ পয়েন্টের উপর নির্দ্ধারিত হয়ে যাবে, সমস্ত কিছু বানচাল হয়ে যাবে, এটা কি ধরণের গণতন্ত্র আমি বুঝতে পারিনা। কাজেই গণতন্ত্র রক্ষার জন্য, গণতন্ত্রের সার্থে, সংবিধানের মধ্যে থেকেই এই রূপান্তর ঘটানো হচ্ছে এবং সংবিধান সংশোধন করা হচ্ছে। সত্যি আমি আশ্চর্য হবনা, যদি আরও সংশোধনী আছে কারণ যে সংবিধান ১৯৫০ সালে তৈরী হয়েছিল, সেই ১৯৫০ সন এবং ১৯৭৫ সন এক কথা নয়, মানুষের আশা আকাংখার পরিবর্ত্তন হয়েছে, আবহাওরার পরিবর্ত্তন হয়েছে, মানুষের আকাংখা আজকে যেখানে এসে পৌঁচেছে, সেগুলিকে যদি সত্যি রূপ দিতে হয়, তাহলে এই সংবিধানের মধ্য দিয়ে সেটা সম্ভব কিনা, না তার আরও সংশোধনের প্রয়োজন আছে, সেটা নিশ্চয়ই ভেবে দেখতে হবে। এবং সংবিধানের যদি আরও সংশোধন হয় তাতে অবাক হওয়ার কিছু নাই এবং আজকের মত করে সংবিধান হোক এবং আজকের মত করে গণতন্ত্র যে গণতন্ত্রে মানুষের আশা আকাংখাকে পূর্ণ করতে পারবে সেইভাবে সংবিধান রচিত হোক এবং সংবিধান সংশোধন করা হোক যাতে তাদের আশা আকাঙ্খা সমস্তটা রূপ পায় এই সংশোধনের মধ্যে। এই সংশোধনের মধ্য দিয়েই সেই সংবিধানের অর্থ সেদিনই পরিষ্কার হবে এবং সেই সংবিধানের মধ্যেই হবে গণতন্ত্র এবং সেই সংবিধানের মর্য্যাদা থাকবে; না হলে এই সংবিধানের কোন মর্যাদা থাকবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বলে আমি প্রস্তাবের সমর্থনে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Now, the discusion on the Resolution is over. I am now putiing the Resolution to vote.

The question before the House is the Resolution moved by Shri Monoranjan Nath, Law Minister :

"That this House ratifies the amendments to the Constitution of India falling within the purview of the proviso to clause (2) of Article 368 thereof proposed to be made by the Constitution (Fortieth Amendment) Bill, 1975 as passed by the two House of Parliament, and the short title of which has been changed in to "The Constitution (thirtyninth Amendment) Act, 1975".

(It was put to vote and passed by show of hands by 36-6 votes.)

The House was then adjourned SINE DIE.

———